1. প্রদত্ত রচনাংশদু'টি পড়ো ও বহুবিকল্প প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো। 2x(1x5)=10

A. ঝিনুকের ইদানীং একটা নতুন ঝোঁক চেপেছে। খবরটা এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। গোপনীয়তার কারণ, একটা কাজও সে এখনও কমপ্লিট করতে পারেনি। সম্পূর্ণ না করে কোন স্পর্ধায় সে ঘোষণা করবে, আমি একজন সম্ভাবনাময় ডিটেকটিভ গল্পের রাইটার! গোয়েন্দার নাম ঠিক হয়ে গেছে, আদিত্য রায়। জম্পেশ নাম।

দীপঙ্কর বাগচীর চেয়ে অনেক ভাল। চেহারাও দীপকাকুর তুলনায় অনেক হ্যান্ডসাম। সাড়ে ছ'ফুটের মতো হাইট, ফরসা টকটকে গায়ের রং। ক্লিন শেভড্। চোখে চশমার বালাই নেই। মার্শাল আর্টে ওস্তাদ। তেমনই বন্দুকের নিশানা। মানে জাস্ট অপজিট দীপকাকু। আদিত্য রায়ের সহকারী ওঁর কলেজ মেট কানাই ঘোষ। ভীষণ ভালবাসেন আদিত্যকে। শার্লক হোমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াটসনের মতো সমস্ত ঘটনাপঞ্জি লিখে রাখেন তিনি।

চরিত্রের কাঠামো একদম তৈরি। এই ফ্রেমে তিনটে অসমাপ্ত গল্প লিখে ফেলেছে ঝিনুক। রহস্যের জট এতটাই পাকিয়ে গেছে যে, নিজেই খুলতে পারেনি। এসব গল্প কাউকে পড়ানো যাবে না। কেউ হাসবে, কেউ বা দেবে স্তোক, সান্ত্বনা। যার কোনওটাই ঝিনুকের কাম্য নয়। ক'দিন হল খুব হতাশ লাগছে। মনে হচ্ছে এ লাইন আমার নয়।

আজ সকাল থেকে চার নম্বর গল্পটা চেষ্টা করছে ঝিনুক। মাঝে কম্পিউটার ক্লাস, ক্যারাটে ক্লাব ঘুরে এসেছে। এখন সন্ধে, পাতা ছয়েক লেখাও হয়ে গেছে গল্পটা। ভাবা রয়েছে অনেক দূর। একটু আগে ভাবনাটা খতিয়ে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল প্রবল।

প্লটটা মোটামুটি এরকম, কলকাতার এক বড়লোক বনেদি বাড়ির অষ্টধাতুর একটি মূর্তি চুরি গেছে। বিষ্ণু মূর্তিটার হাইট এক ফুট, ওজন এক কেজি। এ-বাড়িতে আদিত্য রায় আগে এসেছেন, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়ি এটা।

বাড়ির লোক আদিত্য রায়কে তদন্তের ভার দেন। আত্মীয়র মধ্যে এত বড় ডিটেকটিভ থাকতে খামোখা পুলিশের কাছে কেন যাবেন। তদন্ত করতে গিয়ে আদিত্য রায়ের ধারণা হয়, মূর্তিটা এখনও এবাড়িতেই আছে, সরিয়ে ফেলা হয়নি। চোর এ-বাড়িরই কেউ। কোথায় লুকিয়েছে, সেটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

('রহস্যময় উপত্যকা' / সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়)

I) বিষ্ণু মূর্তি চুরির তদন্তের ভার আদিত্য রায়কেই দেওয়া হয়। কারণ –

A. আদিত্য রায় খোদ শার্লক হোমসের সাথে কাজ করে এসেছেন।

B. আদিত্য রায়ের মতো এত বড়ো ডিটেকটিভ আত্মীয় থাকতে অন্য কারো কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

C. আদিত্য রায় গোয়েন্দা বিষয়ে বিদেশ থেকে পড়াশোনা করেছেন।

D. বিষ্ণু মূর্তি চুরি আদিত্য রায়ের বাড়িতেই হয়।

II) ঝিনুক নিজেকে একজন সম্ভাবনাময় ডিটেকটিভ গল্পের রাইটার হিসাবে ঘোষণা করতে পারেনি কেন?

A. তার ডিটেকটিভ গল্পের গোয়েন্দার নাম এখনো পর্যন্ত ঠিক করা হয়ে ওঠেনি।

B. দীপঙ্কর বাগচীর সাথে ঝিনুকের বোঝাপড়া এখনো পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি।

C. গোপনীয়তার কারণে সে কোনো কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করে উঠতে পারেনি।

D. গল্পের চরিত্র নির্বাচন করতে গিয়ে ঝিনুক বেশ ধন্দে পড়েছে, তাই তার কাজে দেরি হচ্ছে।

III) প্রদত্ত কোন বাক্যটি সত্য নয়?

A. শার্লক হোমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াটসনের মতোই সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে রাখেন দীপঙ্কর বাগচী।

B. আদিত্য রায় ও দীপঙ্কর বাগচীর চরিত্র পরস্পরের বিপরীতধর্মী।

C. আদিত্য রায়ের সহকারী হলেন তার কলেজ জীবনের বন্ধু।

D. ঝিনুকের নতুন ঝোঁক হয়েছে ডিটেকটিভ গল্প লেখা।

IV) মন্তব্য: ঝিনুক তিনটে রহস্য গল্প লিখলেও তা অসমাপ্ত।

কারণ (ক): রহস্যের জট এতটাই পাকিয়েছে যে ঝিনুক নিজেই তা খুলতে পারেনি।

কারণ (খ): ঝিনুক এর আগেও অসমাপ্ত গল্প লিখলে সবাই পড়ে ধন্য ধন্য করেছে।

মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কারণ দু'টি ঠিক না ভুল তা লেখো।

A. দু'টি কারণই ঠিক।
B. দু'টি কারণই ভুল।
C. প্রথম কারণটি ভুল হলেও দ্বিতীয়টি ঠিক।
D. প্রথম কারণটি ঠিক হলেও দ্বিতীয়টি ভুল।

V) 'স্তোক' – শব্দটির প্রতিশব্দ হবে-

A. রহস্য।
B. গালিগালাজ।
C. মিথ্যা আশা।
D. সহানুভূতি।

B. নদীটির নাম বেহুলা, গ্রামটির নাম বেহুলা, ব্লক ইরফানপুর, ব্লক অপিস—হেলথ সেন্টার—কৃষি সমবায় আপিস, সবই ইরফানপুরে; বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আড়াই ঘন্টা ট্রেনে গেলে ইরফানপুর স্টেশন। সেখানে নেমে স্রেফ হেঁটে যেতে হয়। শীত গ্রীষ্মে ধানক্ষেতের আল বা খেতের মাঝের হাঁটা পথ ধরে যাওয়া চলে। বর্ষায় পথ অগম্য। তখন কাদা। পিছল এঁটেল কাদা। গ্রামের লোকেরা বলে, কাঁদতে কাঁদতে বেউলো ঝাও, কাঁদতে কাঁদতে এসো। এখানেই আসে বসন্ত কুমার। হাফকিন ইনস্টিটিউটএ ছিল ও। বাঙালী ছেলে। অপুষ্টিজনিত ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীরে কালাজ বা সাধারণ করাইত সাপের বিষক্রিয়া ওর রিসার্চের বিষয়। সেই জন্যেই ও এখানে আসে, ২৪ পরগনার এই গণ্ডগ্রামে। এখানে অপুষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত, প্রতিরোধহীন মানব শরীর ও কালাজ অ্যাবাউনডিং। গ্রামাঞ্চলটি খুবই উর্বরা কালাজ সাপ আবাদে। সমগ্র অঞ্চলটিতে শীর্ণ ও বুভুক্ষু মানুষের ফলনও প্রচুর। এই দুই উর্বরতা বৃষ্টি—বন্যা—খরা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। কালাজ এ অঞ্চলে শিয়ড়চাঁদা বা শিকড়চাঁদা নামে খ্যাত। কালাজের দংশন জনিত মৃত্যুও এখানে প্রচুর।

"কালাজ বাংগেরাস ক্যেরুলিয়ুস ভারতে সর্বত্র প্রাপ্ত। সমভূমিতে। ইস্পাত নীল উজ্জ্বল চামড়ায় জোড়ায়া—জোড়ায় সাদা সরু ডোরা। দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিলিমিটার। পুরুষরা দীর্ঘতর। সাপটি নিশাচর। গোখরোর পরেই কালাজের কামড়ে সর্বাধিক লোক মরে। পুরুলিয়ায় 'ডোমনাচিতি' নামে এ পরিচিত। সেখানে প্রবাদ, যদি কাটে ডোমনা ডেকে আন বামনা। অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। শবাচারের জন্যে ব্রাহ্মণ ডাক। গোখরো বা চন্দ্রবোড়ার বিষ ১২ বা ১৫ মিলিগ্রাম বেশি দেহে প্রবেশ করলে স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরামে কাজ হয়। কালাজের বিষ ৬ মিলিগ্রামের বেশি দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিসিরামে কাজ হয় না। সাপটি শুকনো জায়গা ভালবাসে। যেমন, ইটের পাঁজা।"

I) প্রদত্ত রচনাংশটিতে কোন বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে?

A. বেহুলা গ্রামের খরা বন্যা ও মন্বন্তরের বিষয়টি।
B. কালাজ সাপ সংক্রান্ত বিষয়টি।
C. মানবদেহের অপুষ্টজনিত রোগের বিষয়টি।
D. বেহুলা গ্রামের সংস্কৃতির বিষয়টি।

II) বেহুলা গ্রামটি কোন দু'টি ক্ষেত্রে খুবই উর্বর?

A. ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে।
B. গোখরো ও চন্দ্রবোড়া সাপের ক্ষেত্রে।
C. ধান ও পাট চাষের ক্ষেত্রে।
D. অনাহারে থাকা মানুষ ও শিয়রচাঁদা সাপের আবাদের ক্ষেত্রে।

III) পুরুলিয়ায় একটি পরিচিত প্রবাদ হলো - 'যদি কাটে ডোমনা ডেকে আন বামনা'। এই প্রবাদটির অর্থ কী?

A. ডোমনাচিতি কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য তাই শবদাহের জন্য ডোমকে ডাকা প্রয়োজন।
B. কালাজের দংশনে মৃত্যু অনিবার্য তাই শবের অন্ত্যেষ্টির জন্য ব্রাহ্মণকে ডাকা প্রয়োজন।
C. ডোমনাচিতি কামড়ালে ব্রাহ্মণকে ডাকলে আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে যায়।
D. ডোমনাকে কাটতে বামুনকে ডাকা প্রয়োজন।

IV) মন্তব্য: কালাজ সাপ কামড়ালে মৃত্যু নিশ্চিত।

কারণ (ক): কালাজের বিষ ৬ মিলিগ্রামের বেশি আক্রান্তের দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিসিরামে আর কাজ হয় না, তাই মৃত্যু অবধারিত।

কারণ (খ): গোখরো বা চন্দ্রবোড়ার বিষের থেকেও কালাজের বিষ ভয়ংকর।

মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কারণ দু'টি ঠিক না ভুল তা লেখো।

A. দু'টি কারণই ঠিক।
B. দু'টি কারণই ভুল।
C. প্রথম কারণটি ভুল হলেও দ্বিতীয়টি ঠিক।
D. প্রথম কারণটি ঠিক হলেও দ্বিতীয়টি ভুল।

V) "...করাইত সাপের বিষক্রিয়া ওর রিসার্চের বিষয়।" – বাক্যটিতে 'ওর' সর্বনাম পদটির সাধুরূপ হবে-

A. ওঁর।
B. উহাদিগের।
C. উহার।
D. উহাদের।